ড. মঙ্গল কুমার নায়ক, সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, নাড়াজোল রাজ কলেজ

==========

Post Gupta Empire- growth of regional powers in North and South India-contest for political supremacy

গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর ভারতের রাজনৈতিক ঐক্য বিনষ্ট হয় এবং বিভিন্ন আঞ্চলিক শক্তির বিকাশ ঘটে । সুলতানি সাম্রাজ্যের আগে ভারতে আর কোনো শক্তিশালী সাম্রাজ্যের আবির্ভাব ঘটেনি ।

▶গুপ্ত রাজশক্তির অবক্ষয়(Decline of the Gupta Empire): ৪৬৭ খ্রিস্টাব্দে স্কন্দগুপ্তের মৃত্যুর পর গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন শুরু হয় । এই সময়ে হুনরা উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত আক্রমণ করে এবং শেষ উল্লেখযোগ্য সম্রাট বুধগুপ্ত পরাজিত হয় ও তার মৃত্যু হয় এবং হুনরা শিয়ালকোট ও পূর্ব মালয় অধিকার করে । এদিকে কেন্দ্রীয় শক্তির দুর্বলতার ফলে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে গুপ্ত বংশের রাজপুত্ররা স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতে সুরা করেন । ৫৫০ খ্রিস্টাব্দে মগধ গুপ্তদের হস্তচ্যুত হয় ও গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন সম্পূর্ণ হয় । এই অবস্থায় উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে কয়েকটি আঞ্চলিক শক্তির উদ্ভব ঘটে ।

বিভিন্ন আঞ্চলিক শক্তির আত্মপ্রকাশ

পশ্চিম ও উত্তর ভারত

▶বলভীর মৈত্রিক বংশ:
▶যশোধর্মণ:
▶কনৌজের উত্থান - মৌখরী বংশ:
▶পুষ্যভূতি বংশ ও হর্ষবর্ধন (৬০৬ - ৬৪৬/৪৭):
▶প্রতিহার বংশ:
▶অন্যান্য শক্তির উদ্ভব:

বাংলা প্রদেশ

▶শশাঙ্ক (৬০৬-৬৩৭):
▶পাল বংশ- ধর্মপাল (৭৭০-৮১০):
▶দেবপাল (৮১০-৮৫০):
▶সেন বংশ:

==========

==========

ড. মঙ্গল কুমার নায়ক, সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, নাড়াজোল রাজ কলেজ

==========

দক্ষিণ ভারত:

▶বাতাপির চালুক্য বংশ:
▶রাষ্ট্রকূট বংশ:
▶কল্যাণীর চালুক্য বংশ:
▶কাঞ্চীর পল্লব বংশ:
▶তাঞ্জোরের চোল বংশ:
▶রাজনৈতিক আধিপত্য লাভের প্রতিদ্বন্দ্বিতা:

দক্ষিণ ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস (Political History of South India)

উত্তর ভারতের মতো দক্ষিণ ভারতেও বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহ লেগেই থাকত । ফলে দক্ষিণ ভারতে কোনো অখন্ড সাম্রাজ্যের উদ্ভব হয়নি । বিন্ধ্য পর্বতের দক্ষিণ থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত অঞ্চলকে সাধারণভাবে দক্ষিণ ভারত মনে করলেও তুঙ্গভদ্রা নদী এই অঞ্চলকে দুটি ভাগে বিভক্ত করেছে । উত্তর অঞ্চলকে দাক্ষিণাত্য ও দক্ষিণ ভাগকে সুদূর দক্ষিণ বলে চিহ্নিত করা যেতে পারে । দক্ষিণ ভারতের ইতিহাসের একটি বৈশিষ্ট্য হল পশ্চিমদিকের মালভূমি অঞ্চলের রাজ্যগুলি গোদাবরী ও কৃষ্ণার বদ্বীপ অঞ্চল দখল করার চেষ্টা সবসময়ই করেছে । এই অঞ্চল ছিল তাই বিভিন্ন রাজ্যের বিরোধিতার মূল কারণ ।

▶বাতাপির চালুক্য বংশ (Chalukya Kingdom of Vatapi) :

উত্তর মহারাষ্ট্র ও বিদর্ভে বাকাটকদের পতনের পর চালুক্য বংশের উদ্ভব হয় । প্রথম পুলকেশী। ৫৩৫ খ্রিস্টাব্দে বাতাপিপুরে (বর্তমান বিজাপুরের বাদামি) রাজধানী স্থাপন করে বাতাপির চালুক্য বংশের প্রতিষ্ঠা করেন । এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা দ্বিতীয় পুলকেশী [Pulakesin II] ৬০৯ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনে বসেন ও ৬৪২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁর সভাকবি রবিকীর্তি রচিত **আইহোল লিপি** থেকে তাঁর কথা জানতে পারা যায় । নর্মদা থেকে কাবেরী পর্যন্ত অঞ্চল তাঁর অধীনে ছিল । তিনি হর্ষবর্ষন ও কাঞ্চীর রাজা মহেন্দ্রবর্মনকে পরাজিত করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি পল্লবদের হাতে পরাজিত ও নিহত হন এবং তাঁর রাজধানী বিধ্বস্ত হয় । এই বংশের শেষ উল্লেখযোগ্য রাজা দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্যের মৃত্যুর পর এই বংশের পতন হয় ।

==========

==========

ড. মঙ্গল কুমার নায়ক, সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, নাড়াজোল রাজ কলেজ

==========

►রাষ্ট্রকূট বংশ (Rashtrakuta Dynasty)

চালুক্যদের পতনের পর রাষ্ট্রকূটদের উদ্ভব হয়। চালুক্যরাজ দ্বিতীয় কীর্তিবর্মণকে পরাজিত করে দন্তিদূর্গ [Dantidurga] রাষ্ট্রকূট বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। ঠিক কত খ্রিস্টাব্দে দন্তিদূর্গ সিংহাসনে বসেন তা পরিষ্কার ভাবে বলা যায় না । ডঃ আর. সি. মজুমদারের মতে ৭৫৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে দন্তিদূর্গ দাক্ষিনাত্যের সুবিশাল অংশের অধীশ্বর হয়েছিলেন । রাষ্ট্রকূট রাজারা কনৌজের অধিকার নিয়ে পাল ও প্রতিহারদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু করে । কিন্তু তাঁরা একাধিক বার উভয় প্রতিপক্ষকেই পরাজিত করলেও উত্তর ভারতে প্রাধান্য স্থাপন করতে ব্যর্থ হন । রাষ্ট্রকূট বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন তৃতীয় গোবন্দ [Gobinda III] । তৃতীয় কৃষ্ণ (Krishna III) ছিলেন এই বংশের শেষ শক্তিশালী রাজা । তৃতীয় কৃষ্ণ ৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনে বসেন এবং ৮১৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন ।

►কল্যাণীর চালুক্য বংশ (Chalukya Kingdom of Kalyana):

রাষ্ট্রকূট বংশের শেষ রাজা দ্বিতীয় কর্ককে [Karka II পরাজিত ও নিহত করে ৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় তৈল [Taila II] কল্যাণীর চালুক্য বংশ প্রতিষ্ঠা করেন । তিনি কর্ণাটক, তাঞ্জোর ও মালবের রাজাকে পরাজিত করেন । চালুক্য ইতিহাসের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল চোলদের সঙ্গে তাদের দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম । চালুক্য রাজাদের মধ্যে প্রথম সোমেশ্বর, দ্বিতীয় সোমেশ্বর ও ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্যের [Vikramaditya VI] নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । ১০৭৬ খ্রিস্টাব্দে ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্য [Vikramaditya VI] সিংহাসনে বসেন । কল্যাণীর চালুক্য বংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট ছিলেন ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্য । তিনি চালুক্য বিক্রম যুগ নামে নতুন যুগের সূচনা করেন । ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্যের রাজ্যবিস্তার ও শাসনব্যবস্থা সম্মন্ধে বহু তথ্য তাঁর সভাকবি বিল্হন রচিত বিক্রামাঙ্কদেবচরিত গ্রন্থ থেকে জানা যায় ।

►কাঞ্চীর পল্লব বংশ (The Pallavas of Kanchi):

১) সিংহবিষ্ণুর [Simhavishnu]: সাতবাহন বংশের পতনের পর কৃষ্ণা থেকে পালার নদী পর্যন্ত অঞ্চলে পল্লবদের রাজ্য স্থাপিত হয় । তাদের রাজধানীর নাম ছিল কাঞ্চী । কাঞ্চিতে পল্লব বংশের উদ্ভব কবে হয়েছিল তা পরিষ্কার করে কিছু জানা যায় নি । তবে পল্লবরাজ সিংহবিষ্ণুর সিংহাসনে আরোহণের সময়কাল থেকে পল্লব বংশের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের সূচনা হয় । সিংহবিষ্ণু প্রায় ৫৭৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৬০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন । পল্লবরাজ সিংহবিষ্ণুই প্রথম পল্লব সাম্রাজ্যবাদের সূচনা করেন । পল্লবরাজ সিংহবিষ্ণু কাবেরী নদী পর্যন্ত অঞ্চলে তাঁর প্রাধান্য বিস্তার করেন । বিখ্যাত কবি ভারবি তাঁর সমসাময়িক ছিলেন ।

==========

==========

২) প্রথম মহেন্দ্রবর্মন [Mahendravarman I]: সিংহবিষ্ণুর পর তাঁর পুত্র প্রথম মহেন্দ্রবর্মন সিংহাসনে আরোহণ করেন । প্রথম মহেন্দ্রবর্মন ৬০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৬৩০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব । প্রথম মহেন্দ্রবর্মন ও শিল্প, সংগীত, ও সাহিত্যানুরাগী ছিলেন । তাঁর আমলে পল্লব চালুক্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয় । চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর হাতে প্রথম মহেন্দ্রবর্মন যুদ্ধে নিহত হন ।

৩) প্রথম নরসিংহবর্মন[Narasimhavarman I]: প্রথম মহেন্দ্রবর্মনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র প্রথম নরসিংহবর্মন সিংহাসনে বসেন । তিনি ৬৩০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৬৬০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন । তাঁর সময় পল্লব বংশ ক্ষমতার শীর্ষে আরোহণ করে । তিনি চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীকে যুদ্ধে পরাজিত করে পল্লব বংশের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার করেন ও 'মহামল্ল' উপাধি ধারন করেন । তাঁর সময় চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাং (Hiuen Tsang) কাঞ্চির রাজসভায় কিছুকালের জন্য অবস্থান করেন । হিউয়েন সাং প্রথম নরসিংহবর্মনের রাজ্যশাসন সম্মন্ধে সুন্দর বর্ণনা লিপিবদ্ধ করে গেছেন । গঙ্গরাজ্য, চোল, কেরল, পান্ড্য প্রভৃতি রাজ্য তাঁর অধীনস্থ হয় । মহাবলীপুরমের মন্দিরগুলি তাঁর সময়ে নির্মিত হয় ।

৪) অপরাজিতবর্মণ [Aparajitavarman] : অপরাজিতবর্মণ ছিলেন এই বংশের শেষ রাজা । নবম শতকের শেষের দিকে চোল রাজের কাছে যুদ্ধে পরাজিত হন । এই পরাজয়ের পর পল্লব বংশের পতন সম্পূর্ণ হয় ।

►তাঞ্জোরের চোল বংশ (The Cholas of Tanjore):

(১) বিজয়ালয় [Vijayalaya] ছিলেন চোল বংশের প্রতিষ্ঠাতা । বিজয়ালয় প্রথম জীবনে পল্লবদের অধীনে একজন করদ রাজা ছিলেন । নবম শতকের মধ্যভাগে তিনি তাঞ্জোরে নিজেকে স্বাধীন রাজা বলে ঘোষণা করেন ।
(২) এরপর আদিত্য চোল, প্রথম পরান্তক (৯০৭-৯৫৫) ও দ্বিতীয়পরান্তকের (৯৫৭-৯৭৩) রাজত্বকালে চোল শক্তি সাবালকত্ব পায় । তাদের অধিকার মাদুরা পর্যন্ত বিস্তৃত হয় ।
(৩) প্রথম রাজরাজের [Rajaraja I] আমলে চোল শক্তি দৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় । তিনি ৯৮৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১০১৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন । প্রথম রাজরাজের সিংহাসনে আরোহণের পর থেকে চোল বংশের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের সূচনা হয় । তিনি তাঁর সময়কালে নিজেকে সমগ্র দক্ষিণ ভারতের অধীশ্বরে পরিণত করেন । তিনি চেরদের (কেরল) পরাজিত করার পাশাপাশি বেঙ্গি, গঙ্গাবধি, কলিঙ্গ, সিংহল, মালদ্বীপ জয় করেন । তাঞ্জোরের রাজরাজেশ্বর মন্দির তিনিই নির্মাণ করেন ।

==========

==========

==========

(৪) রাজেন্দ্র চোল (Rajendra Chola): রাজেন্দ্র চোল প্রথম রাজেন্দ্র নামেও পরিচিত ছিলেন । চোল বংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট ছিলেন রাজরাজের পুত্র রাজেন্দ্র চোল । তিনি ১০১৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১০৪৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন । মাদুরা, সিংহল, আদিনগর, ওড়িশা প্রভৃতি অঞ্চল তাঁর অধীনে ছিল । তিনি চালুক্যদের পরাজিত করে তুঙ্গভদ্রা নদী পর্যন্ত তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তার করেন । তাঁর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কীর্তি হল রাঢ়-বঙ্গ আক্রমণ । তিনি পাল রাজ প্রথম মহীপালকে পরাজিত করে গঙ্গইকোন্ড উপাধি গ্রহণ করেন । অবশ্য বাংলায় তাঁর আধিপত্য বেশি দিন স্থায়ী হয় নি । ভারতের বাইরে তিনি মালয়, সুমাত্রা, পেনাঙ্গ ও নিকবর দ্বীপপুঞ্জে অভিযান পাঠান । দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় শৈলেন্দ্র বা শ্রীবিজয় রাজ্য তাঁর আধিপত্য স্বীকার করে । চোল নৌবাহিনীকে শক্তিশালী করে ভারতের ইতিহাসে তিনিই প্রথম ঔপনিবেশিক সম্রাট হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন ।

(৫) রাজেন্দ্র চোলের মৃত্যুর পর চোল সাম্রাজ্যের পতন শুরু হয় । চালুক্যদের সঙ্গে বিবাদে তাদের শক্তি ক্ষয় হতে থাকে ও দ্বাদশ শতকের মাঝামাঝি পতন সম্পূর্ণ হয় ।